“সাংগঠনিক সদস্য হবার যোগ্যতা সম্পর্কিত বিধিমালা-২০১০”

‘সংগঠন সম্পর্কিত বিধিমালা -২০১০” এর ২নং আইনের (ছ) ১নং ধারার ক্ষমতাবলে এই বিধিমালা প্রণীত হইল।

(১) শিরোনামঃ- এই বিধিমালা “সাংগঠনিক সদস্যর যোগ্যতা সম্পর্কিত বিধিমালা -২০১০” নামে অভিহিত হইবে।

(২) সংগঠনের সদস্য হবার যোগ্যতা নিম্পরুপঃ-

ক. সদস্যর কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে।
খ. সদস্যর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হইতে হইবে।
গ. সদস্যকে সৎ,কর্মঠ,নীতিবান,চরিত্রবান হইতে হইবে।
ঘ. কোন রাজনৈতিক কর্মী সংগঠনের সদস্য হইতে পারিবে না।
ঙ সদস্যকে ত্যাগী মনোভাবের অধীকারী হইতে হইবে।
চ. সদস্যর মাসে কমপক্ষে ১০ টাকা দান করিবার ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকিতে হইবে।
ছ সদস্যর সেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।(তবে এ শর্ত বিশেষক্ষেত্রে শিথিল যোগ্য)।

(৩)- সদস্যপদ গ্রহন এবং তাহা প্রত্যাহারের নিয়মাবলীঃ

ক. সাংগঠনিক বিধি মোতাবেক সদস্যপদ গ্রহনের জন্য সদস্যকে আবেদন করিতে হইবে ।
খ. সংগঠনের নির্ধারিত সদ্যস ফরম পূরন এবং অঙ্গীকারনামা স্বীকার করা স্বাপেক্ষে সদস্যপদ গ্রহন করিতে হইবে।
গ. ভর্তি কালীন সময়ে অগ্রীম এক মাসের দানের অর্থ প্রদান করিতে হইবে।
ঘ সদস্যপদ প্রতাহারের জন্য চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করিতে হইবে।
ঙ. সদস্যপদ প্রত্যাহারের পূর্বে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে।
চ. সদস্যপদ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন পত্রে বিশষে কারন উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪). সদস্য হইবার পর সদস্যকে যাহা মানিয়া চলিতে হইবে তা হলো নিম্নরূপঃ-

ক. সদস্য ফরম পূরনকৃত সকল সদস্যই সাংগঠনিক সদস্য বলে বিবেচিত হইবে।
খ. সদস্যকে অবশ্যই প্রতি মাসে ১০ টাকা দান করিতে হইবে। কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে এর অধিকত্ত প্রদান করিতে পারিবে।
গ. সংগঠনে প্রদান করা সকল অর্থই দান বলে বিবেচিত হইবে। যেহেতু এই দানের অর্থ কোন সদস্যই নিজের বলে দাবি করিতে পারিবে না। তবে দানকৃত অর্থের হিসাব-নিকাশ জানিবার অধিকার সকলের থাকিবে এবং সংগঠনও তাদের তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকিবে।
ঘ. সংগঠনের যে কোন অভ্যন্তরীন গোপনীয় বিষয় বিনা অনুমতিতে বাইরে প্রচার করিতে পারিবে না।
ঙ. সংগঠনের প্রতি আনুগত্য প্রর্দশন করিতে হইবে এবং সাংগঠনিক বিধিবিধান মানিয়া চলিতে হইবে।
চ. সংগঠনের সার্বিক কাজে অংশগ্রহন করিতে হইবে।

ছ. সংগঠনের সকল সদস্যকে সাংগঠনিক সভায় বাৎসররিক মোট সভার কমপক্ষে ১টি সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। (তবে এ শর্ত বিশেষভাবে শিথিল যোগ্য) তা না হলে কোন কারন ছাড়াই সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।
জ. সংগঠন তার নিজস্ব কাঠামো নীতি অনুসারে পরিচালিত হইবে। এতে কারো হস্তক্ষেপ গ্রহনযোগ্য নয়।
ঝ. সংগঠনের স্বার্থসংরক্ষনে সকল সদস্যকেই সজাগ থাকতে হবে।
ঞ. সংগঠনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। এ শর্ত ভঙ্গ করে কেউ যদি সেচ্ছাচারী হন তাহলে তিনি তার সদস্যপদ হারাবেন।
ট. সংগঠনের কাঠামো নীতি অনুসরন করে কোন সদস্যই বক্তিগতভাবে আলাদা নামধারী সংগঠন/সংঘ চালু করিতে পারিবেন না। তবে তার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যপরিষদের লিখিত অনুমতির প্রয়োজন হইবে। তবে সংগঠনের নাম ঠিক রাখা এবং কেন্দ্রের অধিভুক্ত হওয়া স্বাপেক্ষে কার্যপরিষদ অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।
ঠ. সংগঠনের স্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। তবে সংগঠনের আনিত যে কোন প্রস্তাব সদস্যগন ভেটো প্রদানেরর মাধমে বাতিল করিতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এর সদস্য সংখ্যা মোট সদস্যর দুই-তৃতীয়াংশ হতে হবে।
ড. সদস্যগন তাদের অভিযোগ সংগঠনের কাছে প্রদান করতে পারবে। সংগঠনও তার অভিযোগকে গুরুত্বসহকারে দেখতে বাধ্য থাকবে। তবে অভিযোগ যদি মিথ্যা বলে প্রমানিত হয় তাহলে অভীযোগকারিকে ১০০টাকা জরিমানা দিতে হবে।
ঢ. প্রত্যেক সদস্যকে সংগঠনের কারর্যপরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার মনমানসিকতা থাকতে হবে।
ণ. সকল সদস্যই কার্যপরিষদ গঠনের জন্য সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহন করিবে।
ত. উপরোক্ত শর্তাদির যে কোন এক বা একাধিক শর্ত লঙ্ঘন করলে সংগঠন তার সদস্যপদ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষন করে।